শপথ বিজয়ের

● ৩ পাতার পর

সিঙ্গা পেন মানে সিংহী। তবে এই শব্দে বোঝানো হয় সাহসী মহিলাদের। নিরাপত্তা নিয়ে মহিলারা অভিযোগ জানালেই দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এই বাহিনী। তামিলনাড়ুতে ড্রাগ সম্পর্কিত অপরাধ বাড়ছে। তাই বিজয় নজর দিয়েছেন রাজ্যের ড্রাগ চক্র নির্মূল করার কাজেও। এই অপরাধ কড়া হাতে দমনে ৬৫টি অ্যান্টি–নার্কোটিক টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রতি জেলায় গঠিত হবে একটি করে ইউনিট। বাকিগুলি থাকবে রাজ্যের ৯টি প্রধান শহরের পুলিশ জেলায়। আপাতত এই তিন জাদুদণ্ডে ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে চান নতুন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন বিজয়। খতিয়ে দেখেন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি।

তবে শপথ অনুষ্ঠানে বিজয়ের বক্তব্যে বাধা দেন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার। শপথবাক্য পাঠ করানো শুরু করার পরই বিজয় বলতে শুরু করেন, ‘আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করব। মেনে চলব আইনের শাসন। ঘৃণা রুখব। সমাজের সব অংশের জন্য কাজ করব।’ বিজয়ের এই বক্তব্যে পরোক্ষে ছিল বিজেপি–বিরোধী বার্তা। তবে মাঝপথে বিজয়কে থামিয়ে দেন রাজ্যপাল। বলেন, শপথ বিষয়ে কাগজে যা লিখে দেওয়া আছে সেটাই পড়ুন। এরপর রাজ্যপালের কাছে কয়েকটি বিষয় জেনে নিয়ে শপথবাক্য পাঠ করেন।

২৩৪ সদস্যের বিধানসভায় টিভিকে জিতেছে ১০৮টি আসনে। তবে একই সঙ্গে দুটি আসনে জেতায় ত্রিচি আসনটি ছাড়তে পারেন বিজয়। তাঁকে সরকার গঠনে সমর্থন জুগিয়েছে কংগ্রেস, ভিসিকে, সিপিআই, সিপিএম ও আইইউএমএল। সব মিলিয়ে সরকার পক্ষে রয়েছে ১২০ জন বিধায়কের সমর্থন। গরিষ্ঠতা পেতে দরকার ছিল ১১৮টি আসন। তবে টিভিকে–কে সরকার গঠনে সহায়তা দেওয়ায় কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কর্ণাটকের সভায় এদিন তিনি বলেন, ‘কংগ্রেস পরজীবী। প্রথম সুযোগেই ওরা মিত্রদের ছেড়ে পালায়। এমন কোনও দল নেই, কংগ্রেস যাদের পেছনে ছুরি মারেনি।’ স্পষ্টতই ডিএমকের সঙ্গ ছাড়ায় কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রমোদতরী থেকে উদ্ধারকাজ শুরু

স্পেনের ক্যানারি দ্বীপের কাছেই নোঙর করেছে এমভি হন্ডিয়াস। এই প্রমোদতরীতে থাকা যাত্রীদের মধ্যেই হান্টাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল। মৃত্যু হয়েছে তিন জন যাত্রীর। আরও পাঁচজনের শরীরে এই ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। তাঁদের অবশ্য আগেই জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এদিন বাকি যাত্রীদের উদ্ধার করার কাজ শুরু হয়েছে। ছোট নৌকায় করে তাঁদের দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রমোদতরীতে থাকা কোনও যাত্রীর শরীরে অবশ্য ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ নেই। হু–এর তরফে প্রমোদতরীতে থাকা যাত্রীদের ৪২ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে জট কাটল না
রাহুলের পছন্দ বেণুগোপাল

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ মে

কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপালকেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেসি বেণুগোপাল কেরলের আলাপ্পুঝা লোকসভা আসনের সাংসদ। সূত্র মারফত এমনটাই খবর। জানা গিয়েছে, দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে দলীয় নেতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের আগে রাহুল গান্ধী বেণুগোপালের সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করেন।

তবে বেণুগোপালের বিরোধিতা করে দলের কর্মী–সমর্থকেরা বেশ কিছু পোস্টার সাঁটিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। জানা গেছে, দলের আরেক প্রভাবশালী নেতা ভিডি সতীশনের কথায় পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছিল। সূত্র জানায়, বৈঠকে সতীশন পৌঁছোলে রাহুল গান্ধী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সতীশন স্বীকার করেছেন যে, তিনি বেণুগোপালের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বিপক্ষে।

সূত্র জানায়, সতীশনের যুক্তি ছিল, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হওয়ায় বেণুগোপাল বিধায়কদের ওপর শিবির ও দল তৈরির জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য দিকে, সতীশন জানান, তিনি নিজের স্বার্থে কখনও দল তৈরি করেননি এবং কেরলে বিরোধী দলের নেতা থাকাকালীন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। সতীশন কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলেছেন, নেনমারা, কাজাকুটম, ওয়াডাকানচেরি, নেডুমানগড় এবং চেরথালায় বেণুগোপালের দেওয়া প্রার্থীদের না নিলে দল আরও বেশি আসন জিততে পারত।

এই প্রতিযোগিতায় বেণুগোপালকে ইতিমধ্যেই অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। তবে কংগ্রেসকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা বেণুগোপালের মতো একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে বেছে নেবে, না কি এমন কোনও স্থানীয় নেতাকে বেছে নেবে, যাঁর তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থন রয়েছে।

কেরলে সতীশন এবং আরেক সম্ভাব্য প্রার্থী রমেশ চেন্নিথালার শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য সতীশনের প্রতি কংগ্রেসের শরিক আইইউএমএলেরও সমর্থন রয়েছে। ফলে কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটাই এখন দেখার।

উল্লেখ্য, ১৪০ সদস্যের কেরল বিধানসভায় কংগ্রেসের ৬৩ জন বিধায়ক রয়েছেন। আইইউএমএলের রয়েছে ২২টি আসন, তাই তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। কেরল কংগ্রেস (কেইসি) ৮টি আসনে জিতেছে এবং রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি (আরএসপি) ৩টি আসন পেয়েছে। সব মিলিয়ে ইউডিএফের হাতে মোট ১০২টি আসন থাকছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই তারা দুই–তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছে।

ফের অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তই

সংবাদ সংস্থা
গুয়াহাটি, ১০ মে

দ্বিতীয় বার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এমন একটা সম্ভাবনা ছিলই। নানা মহলে চর্চা হচ্ছিল তাঁর নাম নিয়ে। সিলমোহর পড়ল রবিবার। রবিবার হিমন্তকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। আগামী ১২ মে, মঙ্গলবার ১১টা ৪০ মিনিটে শপথ নেবেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন–সহ অন্যরা।

রবিবার বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা ও অসম বিধানসভায় এনডিএ জোটের নেতা নির্বাচিত হন হিমন্ত। মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী–পদে হিমন্তর নাম প্রস্তাব করেছেন আটজন প্রবীণ নেতা। মুখ্যমন্ত্রী–পদে নাম ঘোষণা হলে নিয়মমাফিক গুয়াহাটির লোক ভবনে গিয়ে রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন হিমন্ত। সরকার গঠনের আর্জি জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অসমে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও সহ–পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি।

এ নিয়ে টানা তৃতীয় বার রাজ্যে এনডিএ সরকার। এবং দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে হিমন্ত। ২০১৬ সালে রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। তার পর ২০২১ সালে ফের রাজ্যে গেরুয়া–ঝড়। সরকার গঠন করে এনডিএ। সেবার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন হিমন্ত। তার পর এবারও তিনি মুখ্যমন্ত্রী–পদে। উল্লেখ্য, ১২৬ আসনের অসম বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য যতগুলি আসন দরকার ছিল, দেখা যায়, বিজেপি একাই সেই সংখ্যা জুটিয়ে ফেলে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই পেয়েছে ৮২টি আসন। জোট শরিক অগপ এবং বিপিএফ ১০টি করে আসন দখল করেছে। সব মিলিয়ে এনডিএ জোটের ঝুলিতে রয়েছে ১০২টি আসন। ফলে অনায়াসে সরকার গঠন করতে চলেছে এনডিএ জোট।

ইউক্রেন–রাশিয়া যুদ্ধ শেষের পথে: পুতিন

সংবাদ সংস্থা
মস্কো, ১০ মে

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের পথে। মস্কোয় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শেষে এ কথা শোনালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর পুতিনের এই মন্তব্য বিশেষ অর্থবহ।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শেষে শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পুতিন। সেখানে ইউক্রেনকে পশ্চিমি দুনিয়ার সাহায্যের প্রসঙ্গ উঠলে পুতিন বলেন, ‘ওরা (পশ্চিমি দুনিয়া) সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল, তারপর রাশিয়ার সঙ্গে এমন এক সঙ্ঘাতে উস্কে দেয় যা আজও চলছে। যদিও আমার মনে হয় বিষয়টা শেষের দিকে এগোচ্ছে। এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।’ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদেমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন কি? জবাবে পুতিন জানান, ‘আগেও শুনেছি জেলেনস্কি ব্যক্তিগত ভাবে বৈঠকে বসতে প্রস্তুত। নতুন কিছু নয়। ইউক্রেন, রাশিয়া বাদে অন্য কোনও দেশে বৈঠক করা যেতে পারে। কিন্তু দু’পক্ষ আন্তরিক ভাবে সমঝোতায় পৌঁছোতে চাইলে তবেই আলোচনা সম্ভব।’ ইওরোপের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন পুতিন। জানিয়েছেন, ইওরোপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে সাজানো দরকার। এ নিয়ে আলোচনা চালাতে তাঁর পছন্দ জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার।

২০২২ সাল থেকে ইউক্রেন–রাশিয়া যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উদ্যোগী হয়েছেন। পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জট কাটেনি। কদিন আগেও পুতিন জানিয়েছিলেন, লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দান ছাড়ার প্রশ্ন নেই। যুক্তি দিয়েছিলেন, ১৯৮৯ সালে বার্লিনের প্রাচীর পতনের পর নেটো জোটের সদস্যরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পূর্বদিকে তারা এগোবে না। তারপরও তারা ইউক্রেনকে ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের গোষ্ঠীভুক্ত করতে মরিয়া।

নতুন মা লেভিটকে শিশু–খুনে বিঁধল ইরান

সংবাদ সংস্থা
তেহরান, ১০ মে

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিটকে মা হওয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে, মিনাবের স্কুলে দেড়শোর বেশি পড়ুয়াহত্যার কথা স্মরণ করাল ইরান। শিশুহত্যার সমালোচনাও করেছে ইরান।

হোয়াইট হাউসের সর্বকনিষ্ঠ প্রেস সচিব লেভিট। দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন। কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার, একটি নার্সারিতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে থাকা ছবি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন লেভিট। লিখেছেন, ‘১ মে ভিভিয়ান ওরফে ভিভি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়েছে, আমাদের হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সদ্যোজাত সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। ওর দাদা ছোটবোনকে নিয়ে খুশি। নবজাতককে নিয়ে প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছি।’

লেভিটের পোস্টে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইরান। একই সঙ্গে আর্মেনিয়ার ইরানি দূতাবাসের তরফ থেকে এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, ‘শুভেচ্ছা। শিশুরা নিষ্পাপ ও ভালবাসার পাত্র। মিনাবের স্কুলে যে ১৬৮ জন পড়ুয়াকে আপনার বস হত্যা করেছেন এবং আপনি তার সাফাই দিয়েছেন, তারাও সকলে শিশু ছিল। নিজের সন্তানকে চুম্বন করার সময় আপনি ওই সমস্ত শিশুদের মায়েদের কথা ভাববেন।’ এভাবেই মিনাবের স্কুলে দেড়শতাধিক পড়ুয়াহত্যার কড়া সমালোচনা করেছে ইরান। উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার হামলায় মিনাবের স্কুলে মৃত পড়ুয়াদের ভেতর ৭৩ জন ছাত্র ও ৪৭ জন ছাত্রী ছিল।

বাংলায় সাফল্য

বেঙ্গালুরুতে মোদির উচ্ছ্বাস

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১০ মে

বেঙ্গালুরুতে দলের এক জনসভা থেকে বাংলার নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ, রবিবার দলের এক জনসভায় তিনি বলেন, ‘এই ফলাফল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং উন্নয়নমূলক সরকারের পক্ষে মানুষ রায়ের প্রতিফলন।’ অসমে তৃতীয়বারের পাশাপাশি বাংলায় প্রথমবার বিজেপি সরকার গঠনের জন্য দুই রাজ্যের মানুষকেই ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি।

জিলেটিন স্টিক উদ্ধার

বেঙ্গালুরুতে প্রধানমন্ত্রী মোদির অনুষ্ঠান স্থলের কাছেই উদ্ধার করা হয় জিলেটিন স্টিক। তবে সেগুলি নিরাপত্তাকর্মীদের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রুটিন চেকআপের সময় এই জিলেটিন স্টিক পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং বম্ব স্কোয়াড ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমি এমন একটা সময়ে বেঙ্গালুরুতে এসেছি, যে সময় সারা দেশে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা চলছে। পুদুচেরিতে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন হয়েছে, অসমে তৃতীয়বার সরকার গঠন করেছে এনডিএ এবং এই প্রথমবার বাংলার মানুষ বিজেপির পক্ষে সার্বিক ভাবে ব্যাপক জনাদেশ দিয়েছেন।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এক দশক আগে বাংলায় বিজেপি মাত্র ৩টি আসন পেয়েছিল। আজ সেখানে আমাদের ২০০–রও বেশি আসন। এর থেকে প্রমাণ হয়, বিজেপি বাংলায় সমর্থন এবং জনভিত্তি বাড়িয়েছে।’

ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরু করুন, তেলের ব্যবহার কমান: মোদি

সংবাদ সংস্থা
হায়দরাবাদ, ১০ মে

পেট্রোল, ডিজেলের খরচ সাশ্রয়ের জন্য আবার ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু করার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পেট্রোল, ডিজেলের খরচ বাঁচাতে ও বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে গাড়ি ব্যবহার কমিয়ে গণপরিবহণ ব্যবস্থা ও পুলকার ব্যবহার করার, অকারণ বিদেশ ভ্রমণ এড়ানোর এবং প্রয়োজন নেই, এমন সোনা কেনা থেকে বিরত থাকার আর্জি জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি পণ্য পরিবহণে রেলের ওপর বেশি বেশি করে নির্ভর করার আর্জি জানান। রবিবার হায়দরাবাদে এক ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। তাঁর ভাষণে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহারে জোর দিয়েছেন তিনি। মোদি বলেন, কোভিডের সময় দেশে বেশ কয়েকটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, যা ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপরেই তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থে বাড়ি থেকে কাজ করা, অনলাইন কনফারেন্স ও ভার্চুয়াল বৈঠক নতুন করে শুরু করতে হবে।

বিজেপির তেলেঙ্গানা শাখা আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে রবিবার মোদি বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে পেট্রোল, ডিজেল ও সারের দাম অনেকটাই বেড়েছে। সরবরাহে চাপ পড়ছে। তাই নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। সে কারণে বিশ্বায়িত সঙ্কটের সময় দেশকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে এবং আমাদের কিছু প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। তার মধ্যে প্রধান হল হিসেব কষে পেট্রোল ও ডিজেল খরচ করা। লোকজনকে তিনি ভারতে তৈরি জিনিস এবং স্থানীয় ভাবে তৈরি পণ্য কেনার পরামর্শ দিয়েছেন। কৃষকদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমাতে এবং সৌরচালিত পাম্প বেশি ব্যবহার করতে। বিদেশি মুদ্রা বাঁচাতে দরকার ছাড়া সোনা কেনা বন্ধ করার এবং দেশের মধ্যেই ভ্রমণের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

নতুন সরকারের শপথের পরেই কলকাতায় ফিরতে চান তসলিমা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১০ মে

সিপিএম আমলে তাঁকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেও তাঁকে রাজ্যে ফেরানো হয়নি। তবে এবার বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তিনি কলকাতায় ফিরতে পারবেন বলে আশাবাদী। বাংলাদেশি তসলিমার সে–দেশের নাগরিকত্ব আগেই নাকচ হয়েছে। পরে সুইডেনের নাগরিকত্ব পান তসলিমা। টানা দশ বছর নানা দেশে থাকার পর কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর কিছু কথা ও লেখার কারণে সংখ্যালঘু সমাজের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন তসলিমা। তৈরি হয় অশান্ত পরিস্থিতি। এর পরেই তাঁকে কলকাতা থেকে চলে যেতে হয়। ভারত সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব দেয়নি। তিনি রেসিডেন্ট পারমিটে দিল্লিতে থাকেন। তাঁর বক্তব্য, স্থায়ী ভাবে থাকা না হলেও, অন্তত যাতে কলকাতা বইমেলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, আপাতত সেই ব্যবস্থা চান লেখিকা।

দীর্ঘ দিন ধরে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে থাকেন তসলিমা নাসরিন। কলকাতায় ফেরার সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, ‘আমি তো দিল্লিতে থাকব বলে ভারতে আসিনি। আমি সব সময় কলকাতায় থাকতে চাই।’ এর আগে একটি অনুষ্ঠানে দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। তাঁর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তসলিমা। তিনি জানিয়েছেন, ‘আমায় দেশ ছাড়তে হয়েছিল বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সময়ে। যখন আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এল, তখনও ফিরতে পারিনি। একই ভাবে বাংলায় সিপিএম আমাকে রাজ্যে থাকতে দিল না। ২০১১ সালে পালাবদলের পরেও আমি ফিরতে পারিনি।’ কেন তাঁকে রাজ্যে থাকতে দেয়নি? তসলিমার কথায়, উগ্র মুসলিম মৌলবাদীদের স্বার্থ রক্ষা এবং তোষণের রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। তবে বাংলা এবং কেন্দ্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হওয়ার পর এবার সেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশাবাদী লেখিকা। তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করার পক্ষে সওয়াল করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আমাদের তরফে তসলিমা নাসরিনকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে রাজ্যে এবং তাঁর থাকার ও যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর সঙ্গে সিপিএম এবং তৃণমূল ২০০৭ সাল থেকে যে আচরণ, ব্যবহার করেছে তা নিন্দনীয়। বিশেষ করে তিনি বাঙালি হিন্দুদের স্বার্থে লেখেন এবং সরব হন বলেই তাঁর ওপর এই অত্যাচার হয়েছে।’ তাঁকে ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করায় তথাগত রায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তসলিমা।

অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করছে কেন্দ্র

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১০ মে

বাংলায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল অনুপ্রবেশকারী। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাংলাকে অনুপ্রবেশমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর খুব শীঘ্রই সেই কাজে গতি আসতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে তৈরি হতে চলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। তার মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি এক সূত্রের বক্তব্য, তিনটি ধাপে অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো হবে। প্রথমে চিহ্নিত করা, দ্বিতীয় ধাপে আটক করা এবং তৃতীয় ধাপে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে ফেরত পাঠানো। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আওতায় উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাকে অনুপ্রবেশমুক্ত করাই প্রাথমিক লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি বিজেপির অন্দরমহলের দাবি, এতদিন যাঁরা বলে এসেছেন, এসআইআরে কতজন অনুপ্রবেশকারী ধরা সম্ভব হয়েছে, খুব শীঘ্রই তাঁরা এবার যোগ্য জবাব পাবেন। ২০২৫ সালে ১৫ আগস্ট লালকেল্লার ভাষণে অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়াতে উচ্চ পর্যায়ের ডেমোগ্র্যাফিক মিশন কমিটি তৈরির কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এবার সেই কমিটি কার্যকর হতে চলেছে।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভাল, গুজরাট– ৩৬২২৬৬
শাখা অফিস: আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ২, বাঙ্গুর বিএফএল এস্টেট
৩১ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা– ৭০০০১৬

১. এ বি এইচ এফ এল: অনুমোদিত আধিকারিক সৌগত চক্রবর্তী–৯৮৩৬৭৪৪৭৫৬
২. অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার (এ এস পি): মেসার্স ই–প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (অকশন টাইগার) মিঃ রাম শর্মা– যোগাযোগ নম্বর– ৮০০০০২৩২৯৭ এবং ৯২৬৫৫৬২৮১৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর নিয়ম ৮(৬) এবং ৯(১)–এর বিধানের সাথে পঠিত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা**–এর কাছে বন্ধক রাখা/চার্জ করা নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির গৃহীত ঋণ ০৮.০৬.২০২৫ তারিখে **নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হওয়ার পর, আপনাকে অর্থাৎ ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা অর্থাৎ **₹৩১,৫২,৫০৫.৩৪ (একত্রিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র)** ৬০ (ষাট) দিনের বিধিবদ্ধ সময়কালের মধ্যে মেটানোর আহ্বান জানিয়ে অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) (এরপর ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লেখিত)–এর **১৩(২)** ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যার **গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে নেওয়া হয়েছে, সেটি আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর পাওনা ₹৩১,৫২,৫০৫.৩৪** (একত্রিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং **তার উপর আদায়ের দিন পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য খরচ ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার অর্থাৎ শুভ বিকাশ পাকড়াশী, মৌসুনি পাকড়াশী এবং মেসার্স এ পি এন্টারপ্রাইজের থেকে আদায়ের জন্য ২৯.০৫.২০২৬ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করা হবে।**

সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹১৮,০০,০০০ (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ই এম ডি) হবে ₹১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)। ই এম ডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮.০৫.২০২৬। উক্ত সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ২৭.০৫.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে নির্ধারিত করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা জমির উপর নির্মিত ‘গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক কমপ্লেক্সের ব্লক এইচ–এর ৩য় তলে প্রায় ৮৪০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ৩সি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কৃষ্ণপুর, আর এস দাগ নং ৭৬, আর এস খতিয়ান নং ৫৯৪, জে এল নং ১৭, আর এস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, থানা– রাজারহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং আর জি এম–২০/১৩৬০–এর অংশ, যার ডাক ঠিকানা প্রেমিসেস নং এ এ–৫, প্রফুল্ল কানন, কলকাতা– ৭০০১০১, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ২৬ (পূর্বে ২০), রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার এলাকাধীন। সাইট অনুযায়ী **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব**– গিরিশ ঘোষ রোড; **পশ্চিম**– অম্বিকা টাওয়ার ফেজ II; **উত্তর**– আর টি শেড হাউস; **দক্ষিণ**– ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://home-finance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act** অথবা **https://sarfaesi.auctiontiger.net–এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।**

তারিখ: ১১.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com

শাখা অফিস: ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং ‘D’–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘C’–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’ তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.**

লোন নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/ 1220/838845 **অনুপম দাস / রিঙ্কি দাস** **শাখা অফিস: কলকাতা**	**₹ ১৮,৩২,৩৫৫.৪৭** **১০.১১.২০২৩ অনুযায়ী**	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ১০২৯.৯৩ বর্গফুট মাপের দোতলা বাড়ি (প্রথম তল বা গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাপ প্রায় ৬৩৭.৬৫ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তল বা ফার্স্ট ফ্লোরের মাপ প্রায় ৩৯২.২৮ বর্গফুট) সমেত সামান্য কমবেশি প্রায় ১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট চিহ্নিত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– উত্তর চন্দননগর, জে এল নং ২১, আর এস খতিয়ান নং ৫৮৫, আর এস দাগ নং ৯৩৮, হোল্ডিং নং ৬৫/১২, মাঝের রাস্তা ইস্ট, থানা– চুঁচুড়া, হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ২৭ নং ওয়ার্ড, জেলা– হুগলি। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ– অন্যের সম্পত্তি; পূর্ব– পুকুর; পশ্চিম– পুরসভার ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা।	**₹ ১৩,৯৮,০০০/–**	**₹ ১,৩৯,৮০০/–**	২৭.০৫.২০২৬	**₹ ১০,০০০**	১৫.০৫.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৮.০৫.২০২৫ দুপুর ২টা থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/ SKOL/ 0620/79 8195 **সুব্রত সরকার, ফুলু সরকার** **ব্রাঞ্চ অফিস: সাউথ কলকাতা**	**₹ ১৮,৯১,৮৪৯.৬৩** **২৬.০৭.২০২১ অনুসারে**	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১১ ছটাক ৮ বর্গফুট অর্থাৎ, প্রায় ৭.২০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের ওপর নির্মিত ও দণ্ডায়মান ‘সম্রাট টাওয়ার’ নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে (চতুর্থ তল) সামান্য কমবেশি ৯৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ‘সি/৩’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ২৭/২০ (পুরনো), ২/৪০/২৮ (নতুন), বাগবাজার রোড, মৌজা– মল্লিকেরবাগ, পরগনা– হাভেলি শহর, জে এল নং ১, আর এস নং ৩৪, তৌজি নং ২৪২/২৪৬৩, জমিনদারি খতিয়ান নং ২৯ ও ৩০, আর এস খতিয়ান নং ৮৬৯, এল আর খতিয়ান নং ৪১৯৭, আর এস দাগ নং ১০২, এল আর দাগ নং ৫৯২, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বীজপুর, হালিশহর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মিঃ পাঁচকড়ির বাড়ি; পূর্ব– শম্ভু ঘোষের বাড়ি; দক্ষিণ– পুরসভার ৬.৩২ মিটার চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– ২.৪ মিটার চওড়া রাস্তা এবং গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়ি।	**₹ ১৪,৭৩,০০০/–**	**₹ ১,৪৭,৩০০/–**	২৭.০৫.২০২৬	**₹ ১০,০০০**	১৫.০৫.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৮.০৫.২০২৫ দুপুর ২টা থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/SKOL/0718/558026 **বরুণ ঘোষ, পিয়া কর্মকার** **শাখা অফিস: কলকাতা**	**₹ ২৮,৫০,৫১৯.৭৬** **এবং ১৬.০১.২০২০**	বাস্তবিক দখল	জি+২ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং সমেত সামান্য কমবেশি ৮ কাঠা মাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত ‘বরানগর অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে (সেকেন্ড ফ্লোর) দক্ষিণ–পশ্চিম দিক অভিমুখী ও সামান্য কমবেশি ৭৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৯ (মার্বেলের মেঝে দেওয়া, ২৫ বছরের বেশি পুরনো)–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– নোয়াপাড়া, জে এল নং ৯, আর এস নং ২২, তৌজি নং ১৭৩, আর এস দাগ নং ১৪৬৭, আর এস খতিয়ান নং ২২৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১০১, প্রেমিসেস নং ১০৪/১/১/৯, এ কে মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৯০, থানা– বরানগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২৮, বর্তমান নং ১৬, বরানগর পুরসভার এলাকাধীন। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১০৩, এ কে মুখার্জি রোড; দক্ষিণ– যৌথ পরিসর; পূর্ব– এ কে মুখার্জি রোড; পশ্চিম– জলাধার।	**₹ ১৫,২৯,০০০/–**	**₹ ১,৫২,৯০০/–**	২৭.০৫.২০২৬	**₹ ১০,০০০**	১৫.০৫.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৮.০৫.২০২৫ দুপুর ২টা থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
NHL/KOL/0317/359876, NHL/SKOL/1018/597350 এবং NHL/KOL/0915/240902 **সুশান্ত মেটিয়া, এস অ্যান্ড এস ইন্ডাস্ট্রিজ, সুজিত কুমার মেটিয়া, মীরা মেটিয়া, দিশারি মেটিয়া** **শাখা অফিস: কলকাতা**	**₹ ১,১৪,১৭,৫২৭.৬৬** **২১.০৭.২০২১ অনুসারে**	বাস্তবিক দখল	দফা নং ১ সংবলিত বন্ধকি সম্পত্তি সংক্রান্ত: আবাসিক ফ্ল্যাট/ ইউনিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ২৫৪৮ বর্গফুট, তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৪৯.৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকানঘর, বিল্ডিংটি জি+৫ তলবিশিষ্ট, হোল্ডিং নং ১৪৮/এ (নতুন), জি টি রোড (ওয়েস্ট), থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, ওয়ার্ড নং ৩, চন্দননগর পুরনিগম, এর নিম্নস্থিত জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৭ ছটাক ৩১ বর্গফুট, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং ২, জে এল নং ১, আর এস খতিয়ান নং ২৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯২৪, আর এস দাগ নং ৫২৯, ৫৩০, এল আর দাগ নং ৬৭৪, ৬৭৩। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– এল আর দাগ নং ৬০৬; দক্ষিণ– এল আর দাগ নং ৬৭২ এবং যৌথ পরিসর; পূর্ব– জি টি রোড, পশ্চিম– অংশ বিশেষে এল আর দাগ নং ৫৩০ ও ৬৭৫। দফা নং ২: উপরিস্থিত ১৫০ বর্গফুট মাপের আবাসিক (সিমেন্টের) কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ০৩ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, আর এস খতিয়ান নং ২৯৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯, আর এস দাগ নং ৫৩০, এল আর ৬৭৩, আর এস দাগ নং ৫২৯, এল আর ৬৭৪, মৌজা– চন্দননগর, শিট নং ২, জে এল নং ১, থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, চন্দননগর পুরনিগমের ০৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, পিন–৭১২১৩৬, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং সাবেক ১৩০/এ, পরবর্তীতে ১৪৮/এ এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (ওয়েস্ট), তৎসহ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি অধিকার ও যৌথ পরিসর ব্যবহারের সমানাধিকার। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– দাগ নং ৬৭৩ সংবলিত প্লট এবং কর্পোরেশনের জমি; দক্ষিণ– আন্তঃজমি যৌথ পরিসর, এই দলিলের জমি এবং ১২ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর, জি টি রোড কানেক্টর; পূর্ব– দাগ নং ৬৩৬, ৬৭২, ৬৭৫ সংবলিত প্লট এবং যৌথ পরিসর; পশ্চিম– দাগ নং ৬৭৫ সংবলিত প্লট।	**₹ ১,৩৫,৪১, ০০০.০০**	**₹ ১৩,৫৪, ১০০.০০**	২৭.০৫.২০২৬	**₹ ১০,০০০**	১৫.০৫.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৮.০৫.২০২৫ দুপুর ২টা থেকে দুপুর ৩টা	পিএনবি ব্যাঙ্ক বনাম পিএনবি এইচএফএল, এসএ নং ২৬/২০২৫, ডিআরটি–I
HOU/KOL/0916/318570 **শাখা অফিস: কলকাতা** **পারভেজ আলম এবং হেনা আঞ্জুম**	**₹ ১৯,১৮,৫২৫.২২** **১৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী**	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৯ ছটাক ২১ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘সাই অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ১বি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সুখচর, জে এল নং ৯, আর এস নং ১৪, তৌজি নং ১৫৬, আর এস দাগ নং ৩১১৯, আর এস খতিয়ান নং ৪৪৮, হোল্ডিং নং ৮৮, ডাঃ গোপাল চ্যাটার্জি রোড, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পানিহাটি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১৫ ফুট চওড়া ডাঃ জি সি চ্যাটার্জি রোড; দক্ষিণ– উজ্জ্বলের বাড়ি; পূর্ব– কেষ্ট কোলের বাড়ি; পশ্চিম– উজ্জ্বলের কারখানা।	**₹ ১৬,১১, ০০০/–**	**₹ ১,৬১, ১০০/–**	২৭.০৫.২০২৬	**₹ ১০,০০০**	১৫.০৫.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৮.০৫.২০২৫ দুপুর ২টা থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই

*** তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। [১]** আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। [২] নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং ‘K’–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। [৩] অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। **[৪] ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০ , ই–মেল: auction@pnbhousing.com অথবা www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।**

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১১.০৫.২০২৬
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৩(১)(এ) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
ফ্লোর নং ৭, জীবনসুধা বিল্ডিং, ৪২–সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা– ৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/৪৩৮/২০২৫
ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন

ইএক্সএইচ নং: ৭০৩২

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
– বনাম –
মেসার্স শঙ্করী আশুতোষ অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট এবং অন্যান্য

প্রতি:
(১) মেসার্স শঙ্করী আশুতোষ অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট এবং অন্যান্য, গ্রাম যোশদীঘি, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(২) মিঃ চণ্ডীদাস ঘোষ, পিতা প্রয়াত আশুতোষ ঘোষ, গ্রাম শ্যামপুর, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(৩) মিঃ গুরুপ্রসাদ ঘোষ, পিতা প্রয়াত আশুতোষ ঘোষ, গ্রাম শ্যামপুর, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(৪) মিঃ গুরুদাস ঘোষ, পিতা প্রয়াত আশুতোষ ঘোষ, গ্রাম শ্যামপুর, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(৫) মিসেস বেলারানি ঘোষ, স্বামী প্রয়াত গোরালাল ঘোষ, গ্রাম শ্যামপুর, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(৬) মিসেস কল্পনা রায়, পিতা গোরালাল ঘোষ, স্বামী জ্যোতিবিকাশ রায়, ৬, শ্যামবাজার লেন, পোঃ রাজবাটি, থানা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০৪
(৭) মিসেস অন্নপূর্ণা ঘোষ, পিতা গোরালাল ঘোষ, গ্রাম শ্যামপুর, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(৮) মিঃ তাজউদ্দিন সরিফ, পিতা জামালউদ্দিন শরিফ, দুবরাজদিঘি (নর্থ), বাজেপ্রতাপপুর, পোঃ ও থানা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০১
(৯) মিসেস আসমা খাতুন, স্বামী তাজউদ্দিন শরিফ, দুবরাজদিঘি (নর্থ), বাজেপ্রতাপপুর, পোঃ ও থানা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০১
(১০) নিসাকর খান, পিতা প্রয়াত চারু খান, গ্রাম ও পোঃ সহসপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১৩২
(১১) অরুণ চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত গঙ্গাধর চ্যাটার্জি, গ্রাম যোশদীঘি, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(১২) নাদেরচাঁদ চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত গঙ্গাধর চ্যাটার্জি, গ্রাম যোশদীঘি, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫
(১৩) সোনারচাঁদ চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত গঙ্গাধর চ্যাটার্জি, গ্রাম যোশদীঘি, পোঃ বেহার, থানা ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২২০৫

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে **১৬.০৪.২০২৬** তারিখে ওএ/৪৩৮/২০২৫ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল **₹৪,১৬,১৯,৯০৪/–** বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি–সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিষেবার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনাদের লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) **রেজিস্ট্রারের সামনে ২০.০৭.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে** আপনারা হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।
আজ ১৮.০৪.২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

সমন জারির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর
স্বাঃ–
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি–২